গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের
কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

পটভূমি :

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তর প্রধানত বাংলাদেশের নাগরিকদের পাসপোর্ট প্রদান ও বাংলাদেশে ভ্রমণেচ্ছু বিদেশি নাগরিকদের ভিসা ইস্যু ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করে থাকে। অধিকন্তু এ অধিদপ্তর পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৯৬২ সালে পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে পরিদপ্তর হতে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে থাকে। বিগত দশ বছরে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার ২১০ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায় ছাড়াও এ অধিদপ্তর যুগোপযোগী ও নিরাপদ পাসপোর্ট ইস্যুর মাধ্যমে বিদেশ গমন প্রক্রিয়া সহজ করে থাকে যা দেশে বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রবাহকে ত্বরান্বিত করে। এছাড়াও ভিসা ইস্যু ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। যুগের সাথে এগিয়ে চলতে এ অধিদপ্তরের পাসপোর্ট ও ভিসা সেবায় এসেছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও মেশিন রিডেবল ভিসা কার্যক্রম ১০ বছর সফলতার সাথে সম্পন্ন করার পর অত্যাধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট সংবলিত ই-পাসপোর্ট চালুর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণকল্পে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন, ই-গেইট স্থাপন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিসা নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট আইন প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০২০ এর মার্চে করোনা সংক্রমণের কারণে অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কিছুটা বাধাগ্রস্থ হলেও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যেও জনগণের চাহিদা বিবেচনায় পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ক্রমবিকাশ :

১৯৬২ : ১৯৬২ সালে পরিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ।

১৯৭৩: পরিদপ্তর থেকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনায় মোট ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা;

১৯৮১: রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল'এ ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম শুরু;

১৯৯৮: নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোরে নতুন ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন। অনএ্যারাইভাল ভিসা প্রদানের জন্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় ভিসা সেল সৃজন;

২০০১: হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ'এ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন;

২০১০: আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর মানদন্ড অনুযায়ী ২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন; ১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন; পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও যশোরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন; ৬টি ভিসা সেল এবং ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সৃজন;

২০১১: নতুন ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন;

২০১৬: ঢাকায় অতিরিক্ত ২টি পাসপোর্ট অফিস সৃজন;

২০১৮ : জি-টু-জি পদ্ধতিতে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯ জুন ২০১৮ তারিখে জার্মানভিত্তিক কোম্পানি ভেরিডোস জিএমবিএইস এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।

রূপকল্প :

বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদকরণ এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।

অভিলক্ষ্য :

বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানের পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থান সহজিকরণের লক্ষ্যে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং এয়ারপোর্টসমূহে ই-গেইট প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ ।

কার্যাবলি :

১. বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্ডিনারি/অফিসিয়াল/ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
৩. বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং ভিসা এক্স্যাম্পশন চুক্তির আওতায় আগত বিদেশিদের অনএ্যারাইভাল ভিসা প্রদান;
৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা এক্স্যাম্পশন স্টিকার প্রদান;
৫.বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কালো তালিকা সংরক্ষণ এবং ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তকরণ;
৬. বিদেশিদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিতি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান;
৭. বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান;
৮. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার উইংয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
৯. পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদানে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
১০. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

জনবল :

বিদ্যমান জনবল					
ক্রমিক	শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ	মন্তব্য
(১)	প্রথম	১৩৩	৮৫	৪৮	
(২)	দ্বিতীয়	৪৭	২৯	১৮	
(৩)	তৃতীয়	৬৮৩	৬৫৬	২৭	
(৪)	চতুর্থ	৩২১	২৯৮	-	২৩টি পদ বিলুপ্ত
মোট		১১৮৪	১০৬৮	৯৩	

অধিদপ্তরের সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে যথাযথভাবে সেবা প্রদান অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অতিরিক্ত জনবলসহ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপভাবে পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

প্রস্তাবিত জনবল					
ক্রমিক	শ্রেণি	বিদ্যমান পদ	প্রস্তাবিত অতিরিক্ত পদ	মোট পদ	মন্তব্য
(১)	প্রথম	১৩৩	৩৯৩	৫২৬	
(২)	দ্বিতীয়	৪৭	১১৩৬	১১৮৩	
(৩)	তৃতীয়	৬৮৩	৭৫৩	১৪৩৬	
(৪)	চতুর্থ	৩২১	৬৭১	৯৯২	
মোট		১১৮৪	২৯৫৩	৪১৩৭	

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত জনবলের মধ্যে ৯৭৭টি পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গেছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অধিদপ্তরের সাথে আওতাধীন বিভাগীয় অফিসসমূহের চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো; ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং ই-গেইট স্থাপন করা ইত্যাদি। ইতোমধ্যে চুক্তির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিম গঠন করা হয়েছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তির অনুলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসমূহের সাথে গত ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

২৩ জুলাই ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন

বিভাগীয় অফিসমূহের সাথে ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট :

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কাজ করছে :

লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭ : পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬ : সকল স্তরের কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৯ : ২০৩০ সালের মধ্যে জন্মনিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান;

লক্ষ্যমাত্রা ১৬.১০ : জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করাসহ মৌলিক স্বাধীনতারসুরক্ষা দান;

লক্ষ্যমাত্র ১৬.ক : আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা।

উল্লেখ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে সকল বাংলাদেশিকে বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান এবং অভিবাসন নিরাপদ ও যাতায়াত সহজতর করার লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৭৮ লক্ষ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং প্রায় ১৪ লক্ষ মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের জন্য পৃথক ভবন এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া, ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সহজিকরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির নিরাপত্তা বৈশিষ্ট সংবলিত ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে জার্মানভিত্তিক একটি কোম্পানির সাথে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ৫ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকর্তাদের দুইটি ব্যাচে উদ্ভাবন বিষয়ে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত নিম্নোক্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছেঃ

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল
(১)	প্রধান কার্যালয়ে ডিপ্লোমেটিক সেন্টার স্থাপন	ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট ইস্যু সহজিকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি ডিপ্লোমেটিক সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রধান কার্যালয়ে ডিপ্লোমেটিক সেন্টার স্থাপন করে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।
(২)	পাসপোর্ট সহায়িকা এ্যাপস তৈরি	মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মোবাইল এ্যাপসে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে এবং পাসপোর্ট স্ট্যাটাস অনুসন্ধান ও অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের সুযোগ থাকবে।	পাসপোর্ট সহায়িকা এ্যাপসের মাধ্যমে আবেদনকারী মোবাইলে পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পাবেন। এতে দালালের প্রভাব রোধ করা সম্ভব হবে।
(৩)	প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ "কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন"	প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ "কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপন"এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রদান করা যাবে।	দূর-দূরান্ত থেকে হেল্পলাইনে ফোন করে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্ধারিত ছকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতার মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন :

সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের দর্শনীয় স্থানে সিটিজেনস্ চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। উপপরিচালক (প্রশাসন)-কে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং আপিল কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট **www.dip.gov.bd** নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের তথ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, হেল্পলাইনের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা :

অধিদপ্তরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে উপপরিচালক (প্রশাসন)-কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং আপিল কর্মকর্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। প্রধান কার্যালয়ে আগত অভিযোগসমূহ গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তমচর্চা :

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে উত্তম চর্চাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ জাতীয় কতিপয় উত্তমচর্চার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(১) প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ

কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ০২ থেকে ০৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫ শত ৫৩টি এমআরপি এ ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ

পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে জনগণের হয়রানি ও ফি সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধ করা সহজ হয়েছে। গত অর্থবছরে অনলাইনে জমাকৃত পাসপোর্ট ফি'র পরিমাণ হচ্ছে ৫২১ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪ শত ৬৭ টাকা।

(৩) মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারেন।

(৪) অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ

পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়। গত অর্থবছরে অনলাইনে মোট ৬ লক্ষ ২৬ হাজার ১ শত ৬৫ টি আবেদন জমা পড়ে।

(৫) গণশুনানি আয়োজন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(৬) হেল্প ডেস্ক স্থাপন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৭) মোবাইল এসএমএস সার্ভিস

পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।

(৮) ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান

এমআরপি ও এমআরভি সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৯) ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান

প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

(১০) বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে পৃথক পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (এপিসি) স্থাপন

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মচারী ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে ০২টি পৃথক পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ০২টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থেকে মোট ৪৫,৪০৮ জনকে গত অর্থবছরে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১১) মোবাইল টিমের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে ভিভিআইপিগণ ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(১২) ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ

ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

(১৩) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবা প্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে।

(১৪) ওয়েটিং রুম স্থাপন

সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(১৫) সাপোর্ট সেল স্থাপন

প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(১৬) আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা

আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

(১৭) হজ্বযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন

২০২০ সালে পবিত্র হজ্বে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্র হতে জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রিন্ট করে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

(১৮) পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন

মাঠ পর্যায়ের ৩৪ টি অফিসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান :

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ৩ জনকে শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান :

মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদানের মাধ্যমে ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিদেশস্থ ৭১টি মিশনে এমআরপি ও এমআরভি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৭১টি মিশন হতে এমআরপি ও এমআরভি প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশস্থ মিশনে এমআরপি কার্যক্রম চালুর ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও সহজে এ সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এমআরপি ইস্যু করা হয়েছে ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত ২৫টি এবং এমআরভি ইস্যু করা হয়েছে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৭২টি।

রাজস্ব আয় :

পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার ২১০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৭ শত ২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর মাধ্যমে এ অধিদপ্তর ৯৭২ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

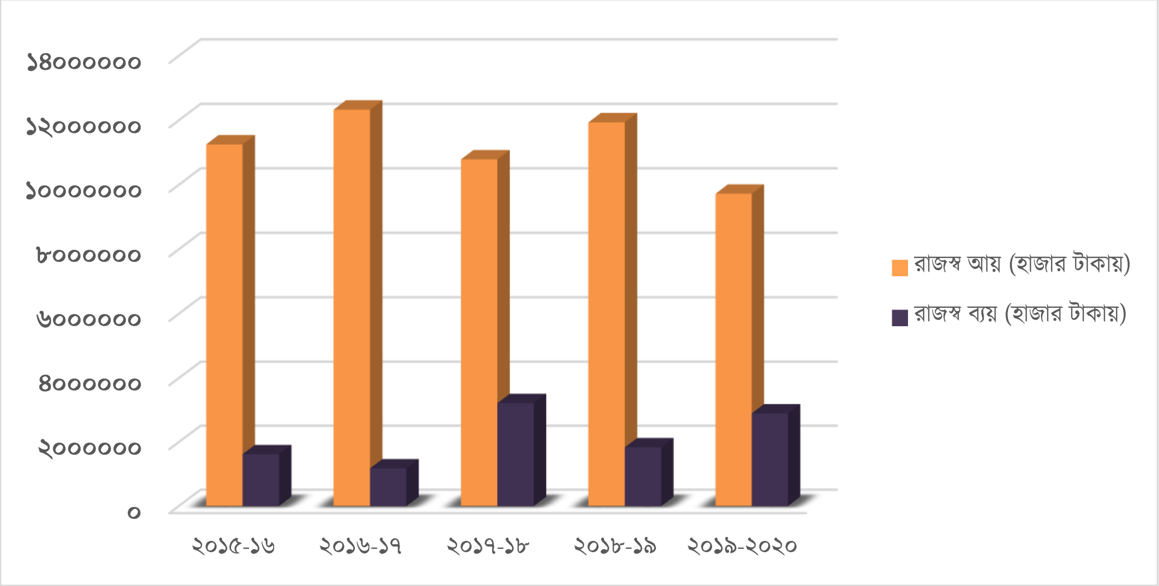

বিগত পাঁচ বছরে অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

অধিদপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ :

১. পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ঢাকার উত্তরায় প্রায় ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, পাসপোর্ট ওয়্যারহাউজ ও পাসপোর্ট এ্যাসেম্বলি লাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

জনগণের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে উত্তরা, ঢাকায় পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

নবনির্মিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশ কমপ্লেক্স

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট ও উত্তরাস্থ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স (ই-পাসপোর্ট ভবন) এর শুভ উদ্বোধন

২. ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ :

এ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ভোলা ও বরগুনা জেলায় প্রায় ১০৯ কোটি ৭৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তন্মধ্যে ১৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ এর নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ কার্যক্রম "১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ভবন নির্মাণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণকে নিকটতম সুবিধাজনক স্থান থেকে উন্নতমানের পাসপোর্ট সেবা প্রদান।

৩. ১৬ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ :

প্রকল্পের আওতায় নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, শেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী ও পিরোজপুর জেলায় ৮৭ কোটি ৩৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ১৬ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রায় ১০% সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণকে নিকটতম সুবিধাজনক স্থান থেকে উন্নতমানের পাসপোর্ট সেবা প্রদান।

৪. বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্প :

২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মান এবং বাংলাদেশের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি এমওইউ স্বাক্ষর হয়। এর ধারাবাহিকতায় সরকারি অর্থায়নে ৪,৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :

বহির্বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বশেষ উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন পাসপোর্ট ইস্যু, বাংলাদেশি পাসপোর্টের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বাংলাদেশি নাগরিক ও আগত বিদেশি নাগরিকগণের সুষ্ঠুভাবে গমনাগমন নিশ্চিতকরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শুভ উদ্বোধন

ই-পাসপোর্টে একটি পলি কার্বোনেট ডাটা-পেজ থাকবে। ডাটা-পেজে রক্ষিত মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্ট আবেদনকারীর সকল তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি, চোখের কর্নিয়া এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট সিল্ড অবস্থায় সুরক্ষিত থাকে বিধায় তা কোন ভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, ডাটা-পেজে ছবি, এম এল আই (মাল্টিপল লেজার ইমেজ), রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জল ছবি এবং লেজার এলগ্রেড টেকনোলজিতে রঙ্গিন ছবি থাকবে। পিকেডি (পাবলিক কি ডিরেক্টরি) পদ্ধতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের তথ্য যুক্ত থাকবে। ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে ৫ বছর ও ১০ বছর। ৪৮ পাতা ও ৬৪ পাতার পাসপোর্টও তৈরি করা হবে।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ, ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির নিমিত্তে একটি এসেম্বলি কারখানা স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে তিনটি বিমান বন্দর ও দুটি স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপন, সকল সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কের বিষয়ে ১০ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার ও একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য ৮টি প্রিন্টিং মেশিন স্থাপন, বাংলাদেশে ৭২টি পাসপোর্ট অফিস, ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিস, ২৭টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং বিদেশে ৮০টি মিশনে সকল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বর্ণিত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ১০০ জনকে জার্মানিতে দুই সপ্তাহব্যাপী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন।

ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন মেশিন স্থাপন কার্যক্রম

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ই-গেইট স্থাপন

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন :

মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিকে দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ মিশনকে এ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ৩০জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৭৩ জন বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্যে পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রায় সাড়ে ৬২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট সেবা প্রদান করছে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

বাংলাদেশে আশ্রিত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা)-দের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম :

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে ০৯টি ক্যাম্পে মোট ৯৬টি ওয়ার্ক স্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা হয়। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৫৪ জন রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক রোহিঙ্গাদের
বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন বিধি-বিধান, পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারের ব্যবহার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি চাকরির বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত অর্থবছরে মোট ৭২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কোর্সসমূহ হচ্ছে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও টিম ওয়ার্ক, সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, নাগরিকত্ব আইন, পাবলিক এড্রেস সিস্টেম ও জিআরএস, সরকারি চাকুরির অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান,

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ই-ফাইলিং, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিধিবিধান এবং বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার ও বানান রীতি।

ইনহাউজ প্রশিক্ষণের কিছু স্থির চিত্র

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ, টি, এম, আবু আসাদ

উদ্ভাবন ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালকগণের প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণের বিবরণঃ

২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) প্রবর্তনের ফলে সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের আওতায় দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ে পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় স্থাপিত ১টি ভিসা সেল এর অতিরিক্ত ৬টি ভিসা সেল এবং মোট ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল সৃজন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জনগণকে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দেয়ার নিমিত্ত ঢাকা জেলায় ০২ (দুই) টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়েছে। পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস ১লা ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং পাসপোর্ট অফিস বাংলাদেশ সচিবালয় ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উক্ত দুটি অফিস থেকে মোট ৪৫,৪০৮ জনকে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এ জাতীয় ২টি অফিস স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।

আইন প্রণয়ন ও বিধি সংশোধনঃ

পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে নতুন করে পাসপোর্ট আইন এবং পাসপোর্ট বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পাসপোর্ট আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া, ইমিগ্রেশন আইনের খসড়া প্রনয়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অফিস পরিদর্শন কার্যক্রমঃ

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অফিসসমুহের কার্যক্রম তদারকের জন্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ উর্ধতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অফিস পরিদর্শন করেন। গত অর্থবছরে অধিদপ্তর এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের ১৮টি অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন। উর্ধতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কাজে আরো গতির সঞ্চার হয়েছে।

২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উত্তরাস্থ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি

৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে উত্তরাস্থ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান